দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 09 JUL 1988 ...
পৃষ্ঠা ... 4 কলাম 4 ...

বরিশাল মেডিক্যাল কলেজে বিএমডিসি প্রতিনিধিদল ও প্রসঙ্গ কথা

চলতি বছর মে মাসে বরিশাল মেডিক্যাল কলেজে বাংলাদেশ মেডিক্যাল এ্যাণ্ড ডেণ্টাল কাউন্সিল (BMDC)এর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ এসেছিলেন, তারা পড়াশুনার মান, পরীক্ষা, শিক্ষকমণ্ডলী, বিভিন্ন সুবিধা, ক্লাস ওয়ার্ড-এ ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতির হার প্রত্যক্ষ করেন এবং অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় তারা যাবার প্রাক্কালে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তাদের এহেন বক্তব্যের সাথে একমত, তবে আমরা দায়ী নই কোনক্রমেই, দায়ী স্বয়ং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থাপনা, সে প্রসঙ্গেই বলছি।

(১) শিক্ষক সমস্যা :--এটা আমাদের গা সওয়া ব্যাপার। বিএমডিসি নিশ্চয়ই অবগত, ঢাকা চট্টগ্রাম ছাড়া মাননীয় অধ্যাপকদের বদলি করলে তাঁরা সেখানে আদৌ যান না। বরিশাল মেডিক্যালে অনেকে যোগদান করেই আবার পূর্বের স্থানে চলে যান। এজন্য প্রাইভেট প্রাকটিসই দায়ী। শিক্ষক সমস্যার মতো মৌলিক সমস্যা জিইয়ে রেখে বিএমডিসি'র মতো টিম প্রেরণ করা অনর্থক।

(২) লাইব্রেরী--চলতি সংস্করণের বইয়ের অভাব প্রচুর। অবশ্য পুরনো এবং POST-GRADUATE লেভেল-এর বইয়ের অভাব নেই, যা কিনা আমাদের কোনই কাজে আসে না। কলেজ প্রশাসন সমস্যার নানা যুক্তি দেখান--ফাণ্ডের অভাব, টাকা বরাদ্দ নেই, ম্যানপাওয়ার শর্ট ইত্যাদি। এটা নিশ্চয়ই বিএমডিসি'র অবগত থাকার কথা। তাঁদের এব্যাপারে কি করণীয় কিছু নেই?

(৩) ছাত্রাবাস--সিটের অভাবই মূলতঃ রাজনৈতিক কোন্দল/মারামারির পথ সৃষ্টি করে। আর মাত্র ২০০ সিটের একটা হোষ্টেল হলেই চিরতরে সিট সমস্যা দূর হয়ে যায়। দূর হয়ে যায় রাজনৈতিক কোন্দল/দলাদলি। দেশের কত টাকাই তো কতভাবে খরচ হল--এবার আমাদের অনুরোধ আমাদের দিকে একটু তাকান, বাস্তব সমস্যা অনুগ্রহ করে দেখুন, কিছু একটা করুন। যদি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে কোন কার্যকর ভূমিকা রাখতে না পারে তবে বিএমডিসি'র পর্যবেক্ষণে কোন কাজ হবে না। আমরা আশা করবো কর্তৃপক্ষ ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করে আশু প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সমর্থ হবেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জনৈক ছাত্র, বরিশাল মেডিক্যাল কলেজ, বরিশাল।

আদমপুরে শিক্ষা অফিস স্থাপন প্রসংগে

কিশোরগঞ্জ জেলার অষ্টগ্রাম উপজেলাধীন আদমপুর দেওয়ান আলী হাইস্কুল সংলগ্ন স্থানে, স্থানীয় চেয়ারম্যান ও বিদ্যানুরাগী মোঃ ছমির উদ্দিন প্রাথমিক শিক্ষা উপ-অফিস (তিনটি ইউ,পি সমন্বয়ে) স্থাপনের জন্য চার শতাংশ নিজস্ব ভূমি দান করে দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ১০/১১মাস পূর্বে শিক্ষা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ তা যথারীতি সরজমিনে দেখেন। স্বভাবতঃ এলাকাবাসিগণ আশান্বিত হয়েছিল; কিন্তু অদ্যাবধি কার্যালয়টি স্থাপনের কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। পল্লী অঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে (প্রাথমিক) শিক্ষার মান অত্যন্ত শোচনীয়। উক্ত কার্যালয়টি (এ, টি, ও) স্থাপিত হলে তদারকির বা জবাবদিহির ব্যবস্থা থাকবে, ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া আরো ভাল এবং ফলপ্রসূ হবে।

যেহেতু শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড সেহেতু এই এলাকার শিক্ষার মান উন্নত করতে যথাশিঘ্র সম্ভব উক্ত স্থানে উপ শিক্ষা কার্যালয়টি (এ, টি, ও) স্থাপনার্থে শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মোঃ ফজলুল করিম (বাদল), বিএসএস (অনার্স), শেষ বর্ষ রাষ্ট্র বিজ্ঞান, জগন্নাথ বিঃ কঃ।